R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৬৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিত্রাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৪ সাল।
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্‌টাকা

জঙ্গিপুর মহকুমায় পুনরায় বন্যা, জল না ছাড়ার জন্য ফরাক্কার জি এমের কাছে জেলা শাসকের তারবার্তা

জঙ্গিপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর : ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে পদ্মানদীতে সীমাহীন জল ছাড়ার ফলে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে ভয়ংকর বন্যা দেখা দিয়েছে দ্বিতীয় বার। সেকেন্দ্রা, মিঠিপুর, গিরিয়া, বড়শিমূল, তেঘরী ১ ও ২ অঞ্চল এবং সেখালীপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ায় কয়েকশত পাকা ও কাঁচা বাড়ি ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। দেবালয় মসজিদ হয়েছে ধুলিসাৎ। গবাদি পশুও বিনষ্ট হয়েছে। গত কয়েকদিনে ফরাক্কার ছাড়া ব্যাপক জলে বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। অঞ্চলের প্রধানরা বি ডি ওকে খবর দিয়ে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানান। তৎপরতার সঙ্গে বি ডি ও জেলা শাসককে বিস্তারিত খবর দেন। জেলা শাসক গত ১৫ সেপ্টেম্বর ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে তারবার্তায় জল ছাড়া বন্ধের জন্য আবেদন জানান। এদিকে এ্যাফ্লেক্স বাঁধের অবস্থা জলের চাপে বিপদজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে ঐ বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে জঙ্গিপুর শহরকে বিপন্ন করতে পারে—এই আশংকায় এ্যাফলেক্স বাঁধকে বাঁচানোর প্রয়োজনে এখনি জল ছাড়া বন্ধ করতে হবে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সরজমিনে বন্যা পরিদর্শন করে তাঁর উদ্বিগ্নের কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মহলকে। কৃষ্ণশাইলের কাছে এ্যাফলেক্স বাঁধ চুঁয়ে জল পড়ছে। অন্যদিকে বড়জুমলা কলোনীর ৯০০ ঘর বাসিন্দা বন্যা ও বর্ষণের জলে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে নৌকোয় বন্যা দুর্গত মানুষদের উদ্ধার করে উঁচু জায়গায় আনা হচ্ছে। বর্ডারের বি এস এফ ক্যাম্প তেঘরী ১নং অঞ্চল অফিসে উঠে এসেছে। সরকারী তৎপরতায় ত্রাণের ব্যবস্থা না করলে প্রাণহানি হতে পারে এই আশংকাও অনেকে করছেন। আজ ১৬ সেপ্টেম্বর জনৈক মাঝি যোগীন্দ্রনাথ মণ্ডলের নৌকাটি দুর্গত মানুষদের নিয়ে পারাপারের সময় ডুবে যায়। কারো প্রাণহানি হয়নি। ডি এমও আজ বন্যা দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

ফরাক্কা, ১৬ সেপ্টেম্বর : ৩৪ নং জাতীয় সড়কের যেখানে বসে সংবাদ লিখছি তার দু' পাশ গঙ্গার ঘোলা জল ঘিরে ফেলেছে। বেনিয়াগ্রাম সিনেমা হাউসের কাছে পুরোনো ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে এবং এল সি টি ঘাটের কাছাকাছি কালভার্ট দিয়ে গঙ্গার জল তীব্র গতিতে প্রবেশ করে ফরাক্কা ব্লকের প্রায় গ্রামকে পুনরায় ডুবিয়ে কয়েক হাজার মানুষকে গৃহহারা করেছে। প্রাণের দায়ে মানুষ আশ্রয় নিয়েছে জাতীয় সড়কের ধারে, পেট্রোল পাম্পের উঁচু জায়গায়, সামনের মাঠে খোলা আকাশের নীচে। এ এক মর্মন্তুদ দৃশ্য। কয়েকজনকে ঘরের টিন, চৌকাঠ টেনে নিয়ে সাঁতরে আসতে দেখলাম। ৩৪নং জাতীয় সড়ক থেকে নেমে এন টি পি সির প্রবেশ মুখে এক হাঁটুর উপর জল। পাশের মাটির বাড়িগুলো গলতে শুরু করেছে। ঐ সব মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছেন জাতীয় সড়কের ধারে বাসযাত্রীদের বিশ্রামাগারে। কয়েক হাজার গরু মোষ নিয়ে একদল মানুষ চলেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। ওরা কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করলে একজন বললো—দেখি বিহারের কোথাও যদি উঁচু জায়গা পাই। ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে গত তিন চারদিনের ছাড়া জলেই আমাদের এই সর্বনাশ হল—জানালেন জনৈক তেনু ঘোষ। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জনৈক মুখপাত্র জানান—এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ বন্যাপীড়িতদের জন্য লঙ্গরখানা, আশ্রয় ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছেন। কর্মীদেরও সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ধুলিয়ান, ১৬ সেপ্টেম্বর : সামসেরগঞ্জ ব্লকের ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটির প্রায় ওয়ার্ড জলের নীচে। বন্যা কবলিত পুরবাসীরা পুনরায় স্কুল গৃহগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। গঙ্গার ব্যাপক ভাঙ্গনে ১নং ওয়ার্ড বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। বালির বস্তা ফেলে জল ও ভাঙ্গন প্রতিরোধের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এখানে বৃষ্টিরও বিরাম নাই। ডাকবাংলোর আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার জমির পাট, আখ, ধান সব ডুবে গেছে। ডোবা জমির কিছু গাছ সমেত ধান জাতীয় সড়কের ধারে শুকোতে দেখলাম।

সাজুর মোড়, ১৬ সেপ্টেম্বর : সাজুর মোড় থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত রাস্তার ধার ঘেঁসে ঘোলা জলের স্রোত বইছে। সুতী ২নং ব্লকের নিমতিতা, জগতাই, (শেষ পৃষ্ঠায়)

রেশন ডিলারের গুদামে বেআইনী সিমেণ্ট

ধুলিয়ান : গত ৫ সেপ্টেম্বর এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ ও স্থানীয় থানার যৌথ উদ্যোগে বাসুদেবপুরের এম আর ডিলার লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের গুদাম তল্লাসী করে ৮১ বস্তা বেআইনী মজুত সিমেণ্ট ধরা পড়ে। উক্ত এম আর ডিলার সিমেণ্ট কেনার কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও কোর্টে চালান দেয়। আসামীর জামিন মঞ্জুর হয়নি বলে প্রকাশ। অনুসন্ধানে আরো জানা যায়—ঐ এম আর ডিলার গত ৫-৬ বছর থেকে সিমেন্টের চোরাকারবার চালিয়ে আসছেন। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ, চাঁদপুর হাটে সিমেণ্টের চোরা কারবার প্রকাশ্যে বহুদিন ধরে চলে আসছে এবং লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নাকি ঐ কারবারের মাথা। লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের ডিলার শিপ সাসপেণ্ড করা হয়েছে ও অন্য ডিলারের মাধ্যমে রেশন বিলি করা হচ্ছে।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে ভাদ্র, বুধবার ১৩৯৪ সাল

দেশের অবস্থা

১৩৩৫ সালের ১৫ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা জঙ্গিপুর সংবাদে দাদাঠাকুর দেশের অবস্থায় যে পর্য্যালোচনা 'দেশের অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমানেও সমান ভাবেই প্রযোজ্য। ইহা যেন ভারতবর্ষের 'ট্রাডিশন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও দেশের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয় না। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তীব্র হুঁশিয়ারী দিয়া বলিয়াছিলেন—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে বিপুল পথ যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

দেশবাসী স্বাধীনোত্তর যুগে চাহিয়াছে অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার উন্নতি, একবিংশ শতকে বিজ্ঞানের যুগে প্রবেশাধিকার। কিন্তু সেই স্বর্গলোকে প্রবেশে দ্বার উন্মুক্ত করা সহজসাধ্য নয়। তাহাতে বহু বাধা, বহু বিপত্তিতো থাকিবেই। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হুঁশিয়ার হইয়া পথ চলিতে হইবে। মুক্তি কেহই হাতে তুলিয়া দেয় না, তাহা অর্জন করিতে হয়। আমাদের মধ্যে অর্জন করিবার সে আবেগ রহিয়াছে, অন্তরে বাহিরে সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার ঐকান্তিক আগ্রহের অভাব নাই। কিন্তু আমরা সেই প্রাপ্তির নিমিত্ত যে দুঃখ কষ্ট বরণ কর্তব্য তাহাতে উজ্জীবিত হইতে পারিতেছি কই! প্রকৃষ্ট নেতৃত্বের আজ বড়ই অভাব। স্বার্থশূন্য নেতৃত্ব দেখিতেই পাওয়া যায় না। সকলেই ভাবিতেছে নিজের অবস্থার উন্নতি হইলেই হইল, অপরের কথা ভাবিবার দায় কেহই স্বীকার করিতে চাহেন না। কেহ একবারও ভাবিয়া দেখিতেছেন না সমষ্টির উন্নয়ন না হইলে ব্যক্তির উন্নয়নে কখনই দেশের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। নেতাদের আন্তরিকতা শূন্য অন্তর সহজেই লোকচক্ষে ধরা পড়িতেছে। মিথ্যা আড়ম্বর, মিথ্যা বাহবাস্ফুট করিয়া সকলেই নেতৃত্বের উচ্চ মার্গে উঠিতে চাহিতেছেন। কেহই চিন্তা করিতেছেন না যে আর সেদিন নাই। মানুষের অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। মানুষ মানুষকে অতি সহজেই চিনিতে ও বুঝিয়া ফেলিতে সক্ষম। কাহার ভিতরে কতটুকু সত্য এবং আন্তরিকতা আছে, কাহার ভিতর শুধু স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা লুক্কায়িত, কে ফাঁকি দিয়া আত্মস্বার্থপুষ্টি করিতে চাহিতেছেন—তাহা সকল মানুষেই অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিতে পারিতেছে। দেশবাসী বর্ণচোর, সিংহচর্মাবৃত মেষের দলকে অনায়াসেই চিনিয়া ফেলিতে শিখিয়াছে। চালাকী দ্বারা মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না ইহা সকলেই জানেন, তথাপি বর্ত্তমান রাজনৈতিক নেতারা দেশবাসীকে নির্বোধ ভাবিয়া ছলা কলাই ভুলাইয়া আপন ও দলের স্বার্থসিদ্ধির নেশায় মাতিয়াছেন। এমন কি যাঁহারা স্বাধীন ভারতবর্ষের কর্ণধার তাঁহাদের সম্বন্ধেও দুর্নীতির বিভিন্ন অভিযোগ শোনা যাইতেছে। দেশকে অর্থনৈতিক মুক্তির পথে আনয়ন করিবার দায়িত্ব যাহাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহারাই কালো টাকার পাপচক্রে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। সে কারণেই সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে পথ দেখাইবে কাহারা? সেই শক্তি-কেন্দ্রের সন্ধান কে আনিয়া দিবে? নেতৃত্বের অবক্ষয়তার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যেও নানা গলদ প্রবেশ করিতেছে। সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নতাবাদ, গোষ্ঠীতন্ত্র, দলতন্ত্র মানুষের মজ্জাগত স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে। দেশের আনাচে কানাচে দূষিত বাষ্প জমাট বাঁধিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নীতিকে দুর্বল করিয়া সমাজ জীবনকে পঙ্গু করিয়া তুলিতেছে। উদার সাম্যের পথে না অগ্রসর হইয়া বস্তুতঃ দেশ শনৈঃশনৈঃ পশ্চাৎগামিতার অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে। প্রতিকার করিবার কেহ নাই। নেতারা আপন আপন কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টায় সদা ব্যগ্র হইয়া দেশের আপামর জনসাধারণকে ধ্বংসের পথেই চালিত করিতেছেন। দেখিয়া মনে হইতেছে এদেশের দুর্দশা দূর করিবার শক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কাহারও নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রধান উপেক্ষিত প্রসঙ্গে

গত ২৬শে আগষ্ট আপনার পত্রিকায় 'কংগ্রেসী অপরাধে প্রধান উপেক্ষিত' শিরোনামায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে জানাতে চাই। গত ১৫-৬-৮৭ অফিস মেমো নং ২৯/আর, এন, জি ২/১৭ ৮৭-৮৮ একটি চিঠি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রধান সাহেবের মতামত জানতে চাওয়া হয় যে আগামী ৩০-৬-৮৭ তারিখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকতে পারবেন কিনা? কিন্তু তার কোন উত্তর মেলেনি। এছাড়া ২৬-৬-৮৭ তারিখ অফিস মেমো নং ৩৫ (৩০ আর, এন, জি ২/৮৭-৮৮ একটি আমন্ত্রণ পত্রও যথারীতি পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, ২৯শে জুলাই আপনার পত্রিকায় 'প্রধান নিরুদ্দেশ' শিরোনামায় একটি সংবাদও প্রকাশ পায়। উপরোক্ত অবস্থাগুলি পর্যালোচনা করলে সত্য বিষয়টি আশাকরি প্রকাশ পাবে।

তপন দাস বিশ্বাস
ব্লক যুব আধিকারিক
রঘুনাথগঞ্জ-২

ব্যবসায়ীর পুত্র গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর: সম্প্রতি পুলিশ স্থানীয় ব্যবসায়ী রতনলাল জৈনের পুত্র নীরু জৈনকে বেআইনী আটক ও মারধোরের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, নীরু জৈন তাঁদের বাড়ীতে কর্মরত জনৈক রাজমিস্ত্রীকে মারধোর করে ও সিমেন্টের গোডাউনে আটক করে রাখে। আটক রাজমিস্ত্রীর চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে গোডাউনের মধ্যে আটক রাখা রাজমিস্ত্রীকে উদ্ধার করে এবং নীরুকে গ্রেপ্তার করে।

প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি

বহরমপুর: সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বেন্দু বাগচী জানাচ্ছেন, গরীব রোগীদের সুবিধার জন্য তাঁরা একটি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করেছেন। 'লীলাবতী বাগচী প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি" নামে পরিচিত এই পরীক্ষাগারে স্বল্প মূল্যে রক্ত, কফ, পায়খানা প্রভৃতি পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়া হবে। তাঁরা আরোও জানান, মল ও মূত্র পরীক্ষার ফি মাত্র ৩ টাকা, কফ, রক্তের টিসি, ডি, সি, এইচ বির ফি ৫ টাকা এবং রক্তের টিসি, ডিসি, এইচ বি ও ই, এস, আর ৮ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। পরীক্ষাগারটি সপ্তাহের রবিবার বাদে সব দিন বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত খোলা থাকবে। এই সংস্থার পরিচালনায় ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রও চালু আছে। বিনামূল্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা বর্তমান মাস থেকে চালু হয়েছে এবং ডিসেম্বর মাস থেকে বিনামূল্যে চক্ষু অস্ত্রোপচারেরও ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা যায়।

২নং বি ডি ও ঘেরাও

জঙ্গিপুর: রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের ২নং বি, ডি, ও সেলিম পটুয়া এখন সংবাদের শিরোনামে। গত ৩ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস সমর্থক একদল বিক্ষুব্ধ মানুষ তাঁকে অফিসে ঘেরাও করেন। তাঁদের অভিযোগ, বিগত বৎসরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা আজও কেউ পাননি। সম্প্রতি বন্যার প্রাক্কালে তিনি গয়ংগচ্ছ মনোভাব নিয়ে ত্রাণ ব্যবস্থা নিতে ঢিলেমি করেছেন। উপরন্তু অসমভাবে জি-আর, ডি-আর বিলি ব্যবস্থায় সি পি এম প্রধানদেরকে সমর্থন করে চলেছেন। কংগ্রেস পরিচালিত অঞ্চলগুলি তাঁর দ্বারা বঞ্চিত হচ্ছে বলেও তাঁরা অভিযোগ করেন। পরে তিনি সমব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়।

অহেতুক লাঠি চালনার প্রতিবাদে ফাঁড়ি ঘেরাও

জঙ্গিপুর : গত ৬ সেপ্টেম্বর বদরপাড়ার জনৈক যুবকের মৃতদেহ বরজের রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায়। কৌতূহল বশত: বেশ কিছু রিক্সা চালক ও পথচারী জনতা মৃত যুবকটির চারপাশে জটলা করতে থাকে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ আসে। জনতাকে কোনরকম নির্দেশ না দিয়ে বা সতর্ক না করেই পুলিশ ভিড় পাতলা করতে বেধড়ক লাঠি চালায়। আঘাতে কয়েকজন রিক্সাচালক ও সাধারণ মানুষ গুরুতর আহত হয়। অহেতুক এই লাঠি চালনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা আর এস পির স্থানীয় নেতা পশুপতি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে ও দোষী কনেষ্টবলদের শাস্তির দাবী জানিয়ে শ্লোগান দিতে থাকে। প্রায় দু ঘন্টা পর কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও প্রত্যাহৃত হয়।

অকেজো রাস্তা—অকেজো সাঁকো

সাগরদীঘি : সাম্প্রতিক অতি বর্ষণে ও ফরাক্কা ব্যারেজের ছাড়া জলে এই ব্লকের মনিগ্রাম, বালিয়া, কাবিলপুর, পাটকেলডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রাস্তার জীর্ণ সাঁকোগুলির ভয়াবহ অবস্থা দেখা যায়। এর মধ্যে চাঁদপাড়া, সাদি, বালিয়া, রামনগর, উপলাই বিল ও ডুগরী নালার সাঁকো উল্লেখযোগ্য। গত ১ সেপ্টেম্বর আমাদের সংবাদদাতা এ ব্যাপারে স্থানীয় বিধায়ক পরেশ দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরেশবাবু সাঁকোগুলির শোচনীয় অবস্থার কথা সেচ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারকে জানিয়েছেন বলেন।

মিছিল ও স্মারকপত্র পেশ

ধুলিয়ান : সম্প্রতি অগ্রগামী কিষাণ সভা ও সমসেরগঞ্জ যুব লীগের নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিল ধুলিয়ান শহর পরিক্রমা করে স্থানীয় সমস্যা সম্বলিত এক স্মারকপত্র বি ডি ওর নিকট পেশ করেন। বহুলোক বৃষ্টি অগ্রাহ্য করেও বিক্ষোভ অবস্থানে অংশ নেন। জয়েন্ট বি ডি ও স্মারকপত্রটি গ্রহণ করেন ও সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন বলে জানা যায়।

জায়গা বিক্রয়

২২ শতক জায়গার উপর স্যানিটারী পায়খানা, কলসহ পাকা বাড়ী এবং ৩½ বিঘা জায়গার উপর টালির বাড়ী ও তৎসংলগ্ন পুকুর বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
সাদেকুল আলম
মহম্মদপুর, মণ্ডলপাড়া
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

(A Government of India Enterprise)
FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT
Nabarun : Murshidabad : West Bengal
Pin: 742236

Materials Management Department Tender For Sale of Scrap Materials

Sealed Tenders are invited from reputed parties for sale of steels scrap from NTPC Farakka Project on "AS IS WHERE IS BASIS" for the following categories of materials

Tender No: FS : 42 : MD : SSID 008 Dated : September 5th '87

LOT NO & DESCRIPTION	APPROX. QTY.
LOT NO : 1	
Reinforcement steel scrap bars of assorted sections and generally of length less than 3 Metres.	500 MT
LOT NO : 2	
Structural steel scrap of angles, channels, fabricated frames etc., of length less than 3 Metres.	100 MT
LOT NO : 3	
Steel scrap plates unsheared edges, plates cut bits, fabricated plates, off cuts of assorted sections.	731 MT
LOT NO : 4	
Clad metal plates off cuts.	45 MT
LOT NO : 5	
Mixed iron scrap of pipes, fabricated structures etc.	34 MT
LOT NO : 6	
MSnpacking frames, fabricated from plates, channels, angles etc.	190 MT

TERMS & CONDITIONS

1) Tender documents can be obtained from the office of Manager Materials (Stores) on payment of Rs 100/- by Demand Draft from any Nationalised Bank encashable at SBI. Branch. Farakka Barrage (Code No. 0218) in favour of NTPC or by cash payment at our cash counter. No other form of payment is acceptable.
2) Tenderers will have to deposit EMD at the rate of 5% (per lot) of the total quoted value.
3) The offer will remain valid for 45 days from the date of tender opening.
4) The dates for inspection of the above steel scrap and sale of tender documents will be from 18-09-87 to 08-10-87.
5) The tenders will be opened on 9th October '87 at 3-00 p. m. in the presence of those who wish to be present. The offers received after tender opening date will not be considered.
6) The details given above are only indicative. Full details are given in our Tender documents.
7) NTPC is not responsible for any postal/communication delays.
8) NTPC reserves the right for sale of tender documents, acceptance, or rejection of any tender without assigning any reason whatsoever.

CHIEF MATERIALS MANAGER

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সংবাদ ঠিক নয়

আপনার পত্রিকার ৯ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত সি পি এমের মতে 'রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে তেমন কোন বন্যা হয়নি' সংবাদটি ঠিক নয়। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে এই ধরনের কোন বিবৃতি দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ আমিও কোন সাংবাদিককে মন্তব্য বা বিবৃতি দিইনি। আমি মনে করি এই ধরনের সংবাদ পরিবেশন করে আমাদের পার্টিকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

মহঃ গিয়াসুদ্দিন, সম্পাদক, সি পি আই (এম)
জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইনে ক্ষতিপূরণ প্রাপকদের নিকট আবেদন

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩ অনুসারে চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ তালিকা প্রণয়নের কাজ মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্বত্র প্রায়ই সম্পূর্ণ হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে এখনও চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যায়নি সেইসব প্রাপকদের অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ জেলা ক্ষতিপূরণ আধিকারিকের সহিত যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। তাঁরা নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিসহ মুর্শিদাবাদ জেলা ক্ষতিপূরণ আধিকারিকের নিকট আবেদন করবেন। এই আবেদনপত্র আগামী ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৭ তারিখের মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তথ্যাদি : ১) ক্ষতিপূরণ প্রাপকের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা। ২) ক্যাম্পের নামসহ চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণের রোল নং ৩) চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণের কেস নং ৪) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৫) অন্যান্য তথ্যাদি যদি কিছু থাকে।

জেলা শাসক
মুর্শিদাবাদ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের অধীন রামনগর ফরাক্কা রাস্তার পার্শ্বে চড়কার নিকট অবস্থিত একটি শুকনো শিশু গাছ এবং রঘুনাথগঞ্জ হাতার মধ্যে অবস্থিত একটি আমলকী গাছ আগামী ২১-৯-৮৭ তারিখ সোমবার বেলা ১১টার সময় রঘুনাথগঞ্জস্থিত জেলা পরিষদ ডাক বাংলায় প্রকাশ্য নীলাম ডাকে বিক্রয় করা হইবে। নীলাম ডাকে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে নির্দ্দিষ্ট তারিখ, সময় এবং স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ্য নীলাম ডাকে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রকাশ থাকে যে, শিশু গাছ ডাকে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে নগদ ৫০০-০০ টাকা এবং আমলকী গাছ ডাকে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেককে ২০০-০০ টাকা আমানত হিসাবে জমা দিতে হইবে। সর্ব্বোচ্চ নীলাম ডাককারী ছাড়া সকলের টাকা নীলাম অন্তে ফেরত দেওয়া হইবে।

এই ডাক জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী সাপেক্ষ।

ইতি—
এম, এ, রহমান
এস, এ, ই, জঙ্গিপুর
মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ

তারিখ ১১-৯-৮৭

পুনরায় বন্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিহিগ্রাম, মধুপুর, ইন্দ্রনগর কলোনী সেরপুর পদ্মার জলোচ্ছ্বাসে গত ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে সম্পূর্ণভাবে জলমগ্ন। বেশ কিছু জলবন্দী মানুষ নিমতিতা উচ্চ বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। নিমতিতা রেলওয়ে ষ্টেশনের নীচ দিয়ে পদ্মার জল তীব্র গতিতে বয়ে চলেছে। রাস্তার উপর দিয়ে অরঙ্গাবাদ কলেজ মোড় ও নিমতিতা ব্যাণ্ডুবির হাট পর্যন্ত ১-০০ টাকা থেকে ১-৫০ টাকার বিনিময়ে নৌকায় মানুষ পারাপার হচ্ছে। ডিহিগ্রামের জৈনেক জলিল সেখ জানালেন—নিমতিতার অঞ্চল প্রধান হুমায়ুন সেখ সেরপুরের রাস্তার স্বার্থে ব্যাণ্ডুবির হাটের কাছে কালভার্টের মুখ বন্ধ করে দেন। বন্যার জল বার হতে পারে না। মানুষজন ক্ষেপে যায়। পরে বি ডি ও ও থানার ওসির সামনে কালভার্টের মুখ আমরা খুলেদি। জলিল দুঃখ করে বলেন—আজ এক মাসের উপর আমরা এক কোমড় জলের মধ্যে মাঁচা পেতে কোন রকমে মরে বেঁচে আছি। বার বার বিডিও অফিসে ধর্ণা দিয়েও কোন খাবার বা ত্রিপল পেলাম না। বিডিও অরঙ্গাবাদ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এক সাক্ষাতকারে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক জানান—আমরা বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ হিসাবে ড্রাই ফুড ও ত্রিপলের ব্যবস্থা করেছি। গত ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্যা ও বৃষ্টিতে ফরাক্কা ব্লকে ২, সামসেরগঞ্জ ব্লকে ১ এবং রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকে ৪ জনের মৃত্যুর পরিসংখ্যানও তিনি দেন। সুতী ১ ব্লকের মৃত্যুর ব্যাপারে তাঁর কাছে কোন রেকর্ড নাই বলে জানান।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ
ধন্নালাল মোহনলাল জৈন
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫
জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টিং, সুটিং ও শাড়ীর রিটেল কাউন্টার এবং জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গি: ২৫, রঘু: ১৬৬

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত